তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৬১

**দেশে একটি পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয় চান শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর) :

জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় একটি ‘পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করা দরকার বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

আজ রাজধানীর মহাখালীতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ্‌ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোস্যাল মেডিসিন (নিপসম) এর মাস্টার্স অভ্‌ পাবলিক হেলথ শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে এ কথা জানান মন্ত্রী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, হঠাৎ করোনা এসে আমাদের বুঝিয়ে দিলো পাবলিক হেলথটা জরুরি। যখন ধাক্কা খেয়েছি তখন মনে করেছি পাবলিক হেলথ জরুরি, এখন আবার ভুলে যাচ্ছি। আবার ডেঙ্গু নিয়ে ভাবছি। কিছু একটা ধাক্কা লাগবেই, না হলে পাবলিক হেলথকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। আমেরিকাতে পড়তে গিয়ে জেনেছিলাম, যারা ওখানে চিকিৎসক হিসেবে চাকরি খোঁজেন তাদের মধ্যে যাদের এমপিএইচ (মাস্টার্স অভ্‌ পাবলিক হেলথ) করা আছে তাদের সেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আমি জানতে চেয়েছিলাম, এরা তো হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করছে পাবলিক হেলথের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করছে না। তারা উত্তর দিয়েছিল- যিনি চিকিৎসক তিনি রোগী ফোকাসড, যিনি পাবলিক হেলথ পড়েছেন তার দেখার দৃষ্টিকোণটা ভিন্ন, তিনি পুরো সমাজটাকে দেখেন, পুরো জনগণকে দেখেন, অর্থায়ন, ব্যবস্থাপনা, কৌশলসহ সব দিক দেখেন। পাবলিক হেলথের দৃষ্টিকোণ নিয়ে চিকিসক হিসেবে যখন কাজ করবেন তখন তিনি অনেক বেশি অবদান রাখেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের এখানে সেটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না, কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। আমাদের এখন সময় এসেছে, শুধু চিকনগুনিয়া, কোভিড-১৯, ডেঙ্গু আসলে এদের কথা মনে করবো আর বাকি সময় ভুলে থাকবো, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এক কোনায় এদের রেখে দেবো, সেটা যেন না হয়। পলিসি মেকিংয়ে অবশ্যই পাবলিক হেলথের প্রধান্য থাকবে। আমরা দেশের স্বাস্থ্য-শিক্ষা খাতে সবচেয়ে ভালো করতে চাই। আমাদের সে সুযোগ রয়েছে। এখানে অনেকগুলো প্রস্তাব এসেছে, পাবলিক হেলথ কাউন্সিলের প্রস্তাব এসেছে অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য। আমাদের অনেক বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। যখন একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে বিশেষ একটি বিশ্ববিদ্যালয় হয় তখন ওই বিষয়টির প্রতি মানুষের নজর নিয়ে আসা যায়, গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেখানে পাবলিক হেলথ বিষয়টিকে এমনিতেই একটু পেছনে ফেলে রাখা হয়, সেখানে পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয় হওয়াটা উচিত।

#

খায়ের/আরমান/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ৯৬০

**লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

জামালপুর, ৬ আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে সমাদৃত। জামালপুর জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। লোকসংগীত, লোকনাটক, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদী, মারফতি, গাজীর গান, ছড়া, প্রবাদ প্রবচন, পুঁথি, কেচ্ছা-কাহিনিসহ লোকসংস্কৃতি আমাদের অমূল্য সম্পদ। তবে আধুনিকতার সংস্পর্শে আমাদের এসব লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। সেজন্য আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন করতে হবে। লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ জামালপুর জেলার মেলান্দহে জামালপুর গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট ও মুক্তি সংগ্রাম জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে জাদুঘর প্রাঙ্গণে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী (২১-২৩ সেপ্টেম্বর) লোকসংস্কৃতি উৎসব ও লোকজ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, জামালপুর জেলার লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে নিবেদিতপ্রাণ সংগঠন হিসাবে জামালপুর গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট ও মুক্তি সংগ্রাম জাদুঘর কাজ করে যাচ্ছে। সেজন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি এসময় জামালপুর গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট ও মুক্তি সংগ্রাম জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত লোকসংস্কৃতি উৎসব ও লোকজ মেলাকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

জামালপুর গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও লোকসংস্কৃতি উৎসব ২০২৩ এর আহ্বায়ক উৎপল কান্তি ধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষ হারুন অর রশীদ, জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতিকুর রহমান সানা, জামালপুর জেলা পরিষদের সচিব মুনমুন জাহান লিজা, মেলান্দহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সেলিম মিয়া ও মেলান্দহ উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জামালপুর গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের ট্রাস্টি, লোকসংস্কৃতি উৎসব ২০২৩ এর সদস্য-সচিব ও ঝাউগড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান হিল্লোল সরকার। আরো উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. মোক্তার হোসেন।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে জাদুঘর প্রাঙ্গণে লোকজ মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

#

ফয়সল/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ৯৫৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৬ আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইডিসিআর) এর তথ্যানুযায়ী গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। এ সময়ে ৮২৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ২২৮ জন।

#

সুলতানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/১৭০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ৯৫৭

**সালাহউদ্দিন জাকীর প্রয়াণ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অপূরণীয় ক্ষতি**

**---তথ্য ও সস্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তখন সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকীর চলে যাওয়াটা চলচ্চিত্র অঙ্গনের জন্য, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্য বিরাট অপূরণীয় ক্ষতি। কারণ তাঁর মতো এ রকম গুণী নির্মাতা একদিনে তৈরি হয়নি।

আজ রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সদ্যপ্রয়াত চলচ্চিত্রকার সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকীর মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মন্ত্রী এ কথা বলেন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ৭৭ বছর বয়সে প্রয়াত এই সংস্কৃতি ব্যক্তিত্বের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, তিনি একজন গুণী চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনিকার ছিলেন। তাঁর প্রথম ছবি ঘুড্ডি, যা দেশে সাড়া ফেলেছিলো এবং সেই সিনেমার ‘আবার এলো যে সন্ধ্যা’ গানটি এখনো দেশের মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘সালাহউদ্দীন জাকী ভাই একুশে পদকপ্রাপ্ত, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালকের দায়িত্বও পালন করেছেন, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছেন। সবচেয়ে বড় বিষয়, তিনি একজন সজ্জন ভদ্র মানুষ ছিলেন। তাঁর চলনে, বলনে কোনো বাহুল্য ছিলো না, নিজেকে জাহির করার কোনো প্রবণতা তার মধ্যে কখনো দেখিনি। তার পরিবার যাতে এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারে সে জন্য মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি।’

**রোডমার্চ বিএনপির নেতাদের চলে যাওয়া ঠেকাতে পারবে না**

এ সময় সাংবাদিকরা বিএনপির রোডমার্চ কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন করলে তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘নেতাদের চলে যাওয়া ঠেকানোর জন্য বিএনপি এখন রোডমার্চ দিচ্ছে, হয়তো ক’দিন পর আরো অন্য কর্মসূচি দেবে। এগুলো করেও বিএনপি থেকে নেতাদের সরে যাওয়া এবং অন্য দলে যোগ দেওয়া কিংবা নতুন প্ল্যাটফর্ম করা তারা ঠেকাতে পারবে না।’

তিনি বলেন, ‘বিএনপি কিছুদিন পরপর নানা ধরনের কর্মসূচি দেয়। কর্মসূচির মধ্যে কোনো নতুনত্ব নাই। ক’দিন হাঁটা কর্মসূচি, ক’দিন বসা কর্মসূচি, ক’দিন গণমিছিল কর্মসূচি এগুলো গতানুগতিক। বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো তাদের দল থেকে যে নেতারা চলে যাচ্ছে সেটি নিয়ে কিছু বলার জন্য।’

**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার**

এ দিন বিকেলে সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর মধ্যে মনোনীত কর্মচারীদের হাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার তুলে দেন মন্ত্রী ড. হাছান   
মাহ্‌মুদ। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার ও উর্ধ্বতন কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী দপ্তর প্রধান হিসেবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মুহ. সাইফুল্লাহ, ২য় থেকে ৯ম গ্রেডের অফিসারদের মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) মোঃ রাশিদুল করিম, ১০ম থেকে ১৬তম গ্রেডের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা কোহিনূর আক্তার প্রীতি, ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের মধ্যে অফিস সহায়ক শেখ মোঃ সাইফুল্লাহ এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

#

আকরাম/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৫৬

**উন্নয়ন কাজের নাম করে পরিবেশের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালানো যাবে না**

**---পার্বত্যমন্ত্রী**

বান্দরবান, ৬ আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, পরিবেশ ও বনের যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করেই অন্যান্য উন্নয়ন কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, উন্নয়ন কাজের নাম করে পরিবেশের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালানো যাবে না। তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় সংশ্লিষ্টসহ সকলকে বিশেষভাবে সচেতন থেকে উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করার আহ্বান জানান।

আজ বান্দরবান জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের আয়োজনে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্যমন্ত্রী এ আহ্বান জানিয়েছেন।

পার্বত্যমন্ত্রী বলেন, সমতলের মতো পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন কাজ চলছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে ইটের প্রয়োজন হয়। তবে এক্ষেত্রে যত্রতত্র ইটভাটা গড়ে তোলার কোনো সুযোগ নেই। উন্নয়ন কাজের জন্য যে পরিমাণ ইটের প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ ইট সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত পরিবেশবান্ধব ইটভাটা থেকে সংগ্রহ করার পরামর্শ দেন পার্বত্য মন্ত্রী। এক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ইট তৈরিতে ইটভাটা মালিক সংশ্লিষ্টদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে পরামর্শ দেন তিনি। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের কোনো বিকল্প নেই উল্লেখ করে পার্বত্য তিনি বলেন, উন্নয়ন কাজের জন্য যে পরিমাণ বৃক্ষ কাটা হবে তার চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ বৃক্ষ রোপণ নিশ্চিত করতে হবে। মন্ত্রী সরকারি বিধি ও আইন মেনে পরিবেশ ও বন সংরক্ষণের দিকটিকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় রেখে সরকারের উন্নয়ন কাজ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দেন।

বান্দরবানের জেলা প্রশাসক শাহ্ মোজাহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ শাহ আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে হাবীবা মীরা, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ এ কে এম জাহাঙ্গীর, পরিবেশ অধিদপ্তর বান্দরবান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ ফখর উদ্দিন চৌধুরী, বান্দরবান বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মোঃ আবদুর রহমান, লামা বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মোঃ আরিফুল হক বেলালসহ সাত উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সরকারি বিভিন্ন দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৫৫

**দেশের উন্নয়নে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই**  
 -পরিবেশমন্ত্রী

ঢাকা, ৬ আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প নেই। শেখ হাসিনার বিকল্প শুধুমাত্র শেখ হাসিনা‌। আগামী নির্বাচনে আবারো নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে তাঁকে ক্ষমতায় আনতে সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইউরোপ-আমেরিকার মতো উন্নত হবে।

গতকাল মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দু:স্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও আর্থিক চেক বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য জুড়ী উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে তিনটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে যা এখন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ভূমিহীন মানুষকে জায়গাসহ বাড়ি করে দেয়ার বিষয়টিও বিশ্বে বিরল। সরকার মানুষের জীবন মান উন্নয়নে অসংখ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। তিনি আরো বলেন, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বিশ্বব্যাপী বাড়লেও সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

জুড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার রঞ্জন চন্দ্র দের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ মোঈদ ফারুক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাসুক মিয়া এবং উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিংকু রঞ্জন দাস।

মন্ত্রী জুড়ী উপজেলার ৬৫ জন দু:স্থ ও অসহায় মানুষকে এক বান করে টিন ও নগদ ৩ হাজার টাকা এবং ৫০ জনকে ১০ হাজার টাকা করে প্রদান করেন।

#

দীপংকর/মেহেদী/রবি/কামাল/২০২৩/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ৯৫৪

**লিথুয়ানিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক**

ঢাকা, ৬ আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর) :

ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তি, সাইবার সুরক্ষা ও স্টার্টআপ খাতে যৌথ অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার লক্ষ্যে লিথুয়ানিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্যাব্রিলিয়াস ল্যান্ডসবার্গিসের সাথে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদরদপ্তরে গতকাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তাঁরা তাদের নিজ নিজ দেশের আইসিটি খাতের সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এসময় প্রতিমন্ত্রী কোয়ান্টাম টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, স্পেস টেকনোলজি, ব্লকচেইন এবং শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির মতো অন্যান্য অ্যাডভান্সড ও ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে ণিথুয়ানিয়ার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, একটি নিরাপদ সাইবার বিশ্ব বজায় রাখার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। যেহেতু কোনো দেশ একা এটি অর্জন করতে পারে না, তাই জাতীয় সাইবারস্পেস সুরক্ষিত করতে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। লিথুয়ানিয়ার প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (সিআইআরটি)-কে যে সহযোগিতা দিচ্ছে তা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ তাদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। সিআইআরটি বাংলাদেশের সাইবার স্পেসকে সুরক্ষিত করতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখছে।

বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক, আইটি পার্ক, নলেজ পার্ক এবং সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। এসব পার্কগুলোতে সাইবার সুরক্ষায় নিয়োজিত লিথুয়ানিয়ার কোম্পানিগুলোকে বিনিয়োগের প্রস্তাব দেন। তাছাড়া সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি’র (ডিএসএ) সাথে প্রযুক্তি এবং দক্ষতা বিনিময়ের জন্য সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।

 বাংলাদেশের অ্যাকসেস টু ইনোভেট (এটুআই) এর সাথে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত পাবলিক সার্ভিসের মাধ্যমে স্মার্ট সরকার গঠনের জন্য অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ প্রকাশ করেন লিথুয়ানিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

#

শহিদুল/মেহেদী/রবি/কামাল/২০২৩/১৪০০ ঘণ্টা

Handout Number : 953

**Foreign Minister Dr. Momen stressed climate migrant**

**support for global inclusivity commitment**

New York, 21 September :

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen emphasized the importance of targeted policy interventions for climate migrants as part of the global commitment to ‘leave no one behind’ while addressing at the High-Level Breakfast of the Climate Mobility Summit on ‘Harnessing Climate Mobility for Adaptation and Resilience’ held on 20 September 2023 on the side-lines of the 78th UN General Assembly in New York.

Dr. Momen also urged for mainstreaming of the issue of climate mobility in both climate change and migration discourses. He further emphasized the need to establish international financing mechanisms to support climate migrants, including the proposed loss and damage fund.

The Foreign Minister also highlighted Bangladesh’s climate vulnerability and the challenges posed by climate-induced displacement of approximately 6 lakh 50 thousand people every year. He shared various actions taken by the government to address climate-induced displacements in the country, including the world’s largest climate migrants’ rehabilitation project in Cox’s Bazar.

Moderated by Amy Pope, Director General-elect of International Organisation for Migration (IOM), the event was co-hosted by Bangladesh, Tuvalu, Niger, Botswana, Tonga, Comoros, Guatemala as well as, IOM, President of the UN General Assembly and UN Global Centre of Climate Mobility.

Heads of state/government, Ministers and the high officials of various UN agencies took part in the discussion. The leaders underscored the gravity of the climate crisis, pointing out that by 2050, over 200 million people could be forced to leave their homes due to climate change impacts.

The leaders stressed that women and girls, young people, individuals with disabilities, and indigenous communities suffer disproportionately from these effects. The timely mobilization of resources for climate finance and the implementation of early warning systems and data management were highlighted as crucial aspects of any solution.

#

Mohsin/Mehedi/Saida/Rusel/Masum/2023/1100 hours

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ৯৫২

ড. মোমেনের সাথে সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

**ঢাকায় হাইকমিশন স্থাপনের ঘোষণা**

নিউইয়র্ক, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে বৈঠক করেছেন সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণন। গতকাল জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের সাইড লাইনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উভয় মন্ত্রী দু’দেশের দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন ঢাকায় সিঙ্গাপুরের পূর্ণাঙ্গ মিশন স্থাপনের জন্য সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানান। সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় তাদের কন্স্যুলেটকে হাইকমিশনে উন্নীত করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন। ড. মোমেন সিঙ্গাপুরের পূর্ণাঙ্গ মিশন স্থাপনের সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকায় সিঙ্গাপুরের হাইকমিশন স্থাপিত হলে উভয় দেশই উপকৃত হবে।

ড. মোমেন বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে সিঙ্গাপুর বিনিয়োগের সুযোগ নিতে পারে। এতে উভয় দেশই লাভবান হবে। বৈঠকে উভয় মন্ত্রী দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেন।

#

 মোহসিন/মেহেদী/রবি/রাসেল/কামাল/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৯৫১

**রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে বৈশ্বিক পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

নিউইয়র্ক, ২১ সেপ্টেম্বর :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন চলমান রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে এবং এই মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনে অনুষ্ঠিত ১৮তম এশিয়া কোঅপারেশন ডায়লগ (এসিডি) এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

বৈঠকে ড. মোমেন বলেন, মিয়ানমারের প্রায় ১২ লাখ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের, যারা রোহিঙ্গা নামে পরিচিত, বাংলাদেশ মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দিয়েছে। রোহিঙ্গারা যাতে দ্রুত তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে সেজন্য সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, রোহিঙ্গারা যদি তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে যেতে না পারে, যদি তাদের নিজ দেশে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ দেয়া না হয়, তাহলে এই বিপুল জনগোষ্ঠী এশিয়াসহ অন্যান্য অঞ্চলেও নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকিতে পরিণত হতে পারে। রোহিঙ্গা সংকটের ইস্যু আলোচ্যসূচির শীর্ষে রাখতেও তিনি বৈঠকে অনুরোধ জানান।

মন্ত্রী বলেন, এসিডি’র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং এশীয় দেশগুলোর ঐক্যকে আরো শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি এসিডি’র পৃষ্ঠপোষকতায় মানবসম্পদ উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করেন- যাতে এশিয়ার বিশাল মানবসম্পদকে এই অঞ্চলের উন্নয়ন চাহিদা মেটাতে কাজে লাগানো যায়।

ড. মোমেন বিশ্বের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর বহুপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং এশীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করার জন্য এসিডি’র মিশনের প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে খাদ্য, পানি, জ্বালানি এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের আগ্রহের কথা জানান।

বৈঠকে এসিডি-এর সেক্রেটারি জেনারেল, বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ এসিডি সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/মেহেদী/রবিযসাঈদা/রাসেল/আসমা/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৯৫০

**পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের সাথে নেদারল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রীর বৈঠক**

নিউইয়র্ক, ২১ সেপ্টেম্বর :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন নেদারল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী Liesje Schreinemacher। গতকাল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের পার্শ্ব বৈঠকে উভয় মন্ত্রী দু’দেশের দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশের সাথে নেদারল্যান্ডের বহুমাত্রিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম নিয়ে উভয় মন্ত্রী আলোচনা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বাংলাদেশের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের কথা উল্লেখ করে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে অভাবনীয় সাফল্য ও অগ্রগতি অর্জন করেছে।

ডাচ বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। উভয় মন্ত্রী দু’দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক আগামীতে আরো বৃদ্ধি এবং দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিদ্যমান ক্ষেত্রগুলোকে আরো সম্প্রসারণের ব্যাপারেও আলোচনা করেন।

#

মোহসিন/মেহেদী/রবি/সাঈদা/রাসেল/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা